এশিয়া-২

শাহরিয়ার নেওয়াজ

চীন

RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
KYRGYZSTAN
NORTH KOREA
JAPAN
BEIJING
SOUTH KOREA
CHINA
NEPAL
BHUTAN
INDIA
BANGLADESH
TAIWAN
HONG KONG
MYANMAR
VIETNAM
LAOS
MACAU
PACIFIC OCEAN
BAY OF BENGAL
THAILAND
SOUTH CHINA SEA
PHILIPPINES
© Encyclopædia Britannica, Inc.

- বিশ্বের ২য় জনবহুল দেশ চীন।
- বিশ্বে রপ্তানিতে প্রথম চীন।
- আমদানীতে ২য়।
- বিশ্বে তেল আমদানিতে প্রথম চীন।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অবস্থান দ্বিতীয়।
- চীনের পূর্ব নাম ক্যাথে। বেইজিং এর পূর্বনাম পিকিং।

চৈনিক সভ্যতা

- তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- প্রথমটি হোয়াংহো [Yellow river/ পীত নদী] নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনে গড়ে উঠেছিল।
- চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস।

চীনের সাথে ১৪ টি দেশের সীমানা রয়েছে।

- মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তান ।

সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি

হান জাতি।

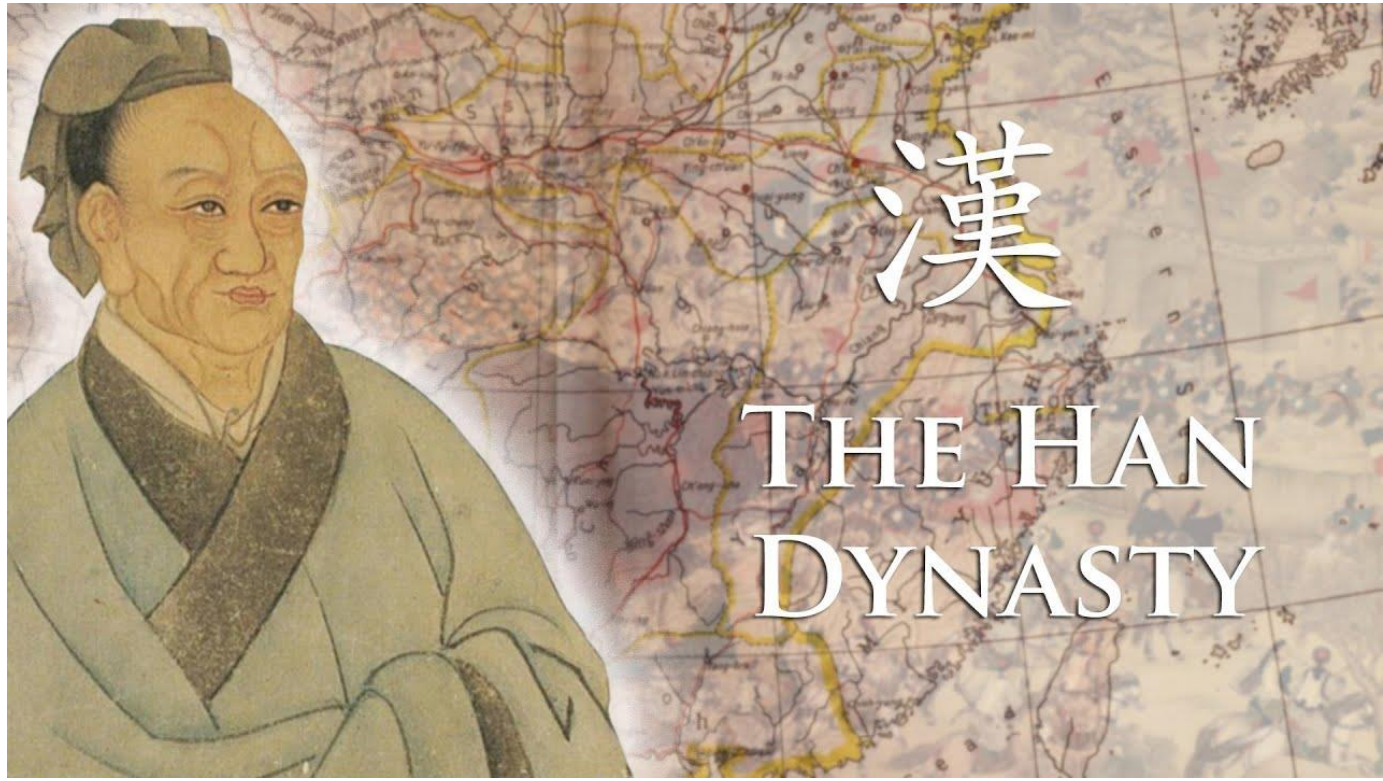

চীনের বিপ্লব

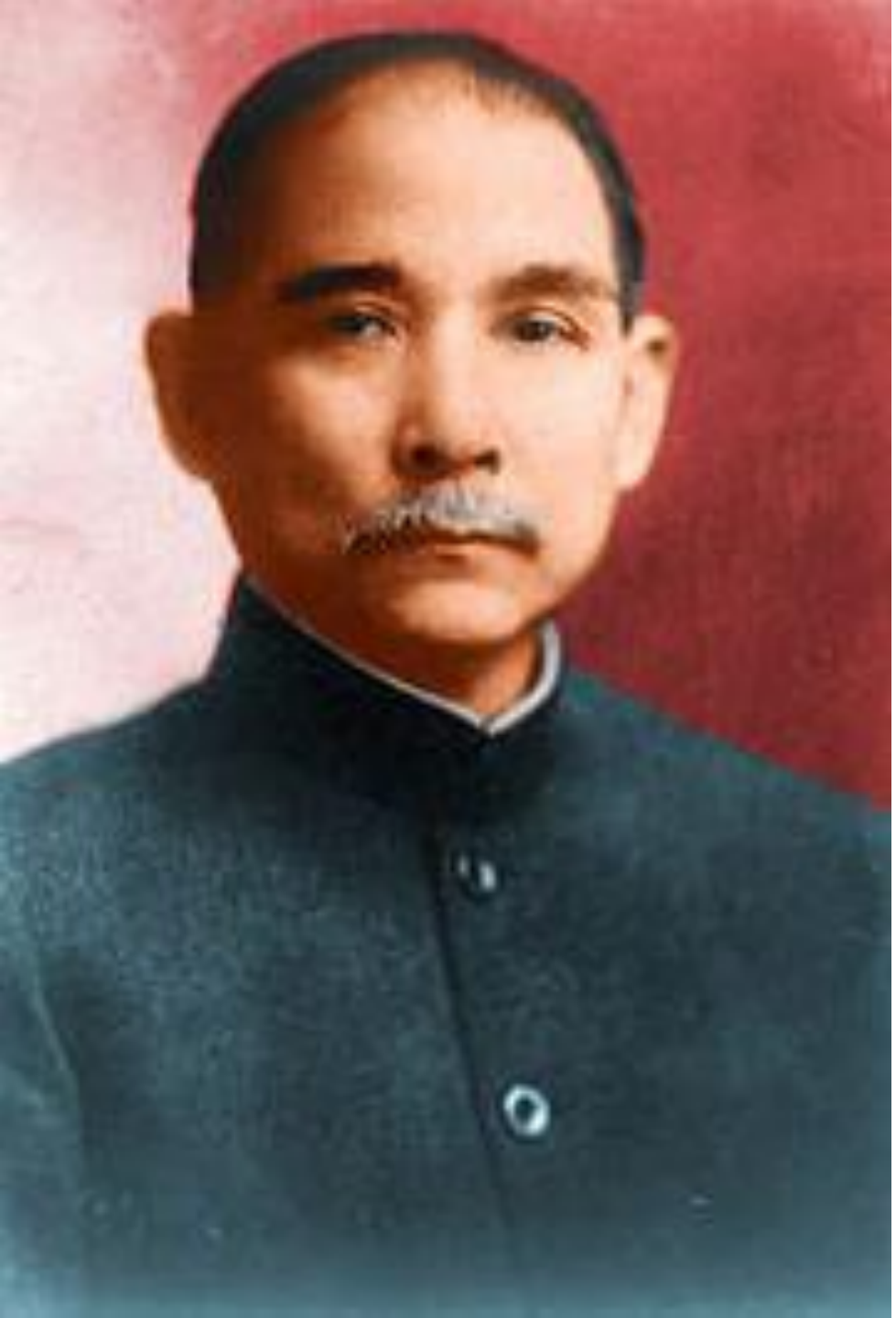

- জাতীয়তাবাদী বিপ্লব/প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব/সিনহাই বিপ্লব
- বিপ্লবকাল: ১৯১১-১৯১২

- নেতৃত্ব দেন: সান ইয়াত সেন। ১৯০৫ সালে তিনি "কুওমিনতাং" নামে জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দলটি রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল এবং সর্বোপরি দেশে ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরোধী ছিল।
- ফলাফল: মাঞ্চু (কুইং) রাজ বংশের পতন। Republic of China প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০২৫

- সান ইয়াৎ সেন এর জাতীয়তাবাদী দলের নাম ছিলো 'কুয়োমিন্টাং'। ১৯২৫ সাল থেকে কুয়োমিন্টাং এর নেতৃত্বে আসেন চিয়াং কাইশেক।
- অন্য দিকে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "Chinese Communist Party"।
- কুয়োমিন্টাং এর সহায়তার জন্য ছিলো যুক্তরাষ্ট্র আর কম্যুনিস্ট দের জন্য ছিলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- চিয়াং কাইশেক চান নি চীনের নিয়ন্ত্রণ Communist দের হাতে চলে যাক। তাই Communist দের ওপর চলে দমন নিপীড়ন।

চীনের গৃহযুদ্ধ

১৯২৭-১৯৪৯

- মাও সে তুং এর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি [CPC] এবং চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী [KMT]-এর চীনা দল (কুয়োমিন্টাং) অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

- ১৯৪৩ সালে Communist Party-র দায়িত্ব মাও সে তুং।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় কম্যুনিস্ট পার্ট টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
- মাও সে তুং এর কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের মূল ভূ-খণ্ডের দখল নিয়ে নেয়, ১৯৪৯ সালে চীন আত্মপ্রকাশ করে 'The People's Republic of China' নামে।

ROC

PROC

ROC - Republic of China

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

- সময়- ১ অক্টোবর ১৯৪৯
- নেতৃত্ব দেন: মাও সেতুং
- ফলাফল- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (People's Republic of China) যাত্রা শুরু হয়।

তাইওয়ান

চিয়াং কাইশেক ফরমোসায় আশ্রয় নিয়ে সরকার গঠন করেন Republic of China নামে।

- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ফরমোজার অধিবাসীদের সংগঠিত করে এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাকে প্রেসিডেন্ট বানান তখন চিয়াং কাইশেক ফরমোজার নাম পরিবর্তন করে রাখেন তাইওয়ান। ১৯৫০ সালে পাশ্চাত্য বিশ্ব ঘোষণা করে চীন তাইওয়ানের অংশ তাই এখন থেকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাইওয়ান সরকার প্রধান।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় চীনের। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

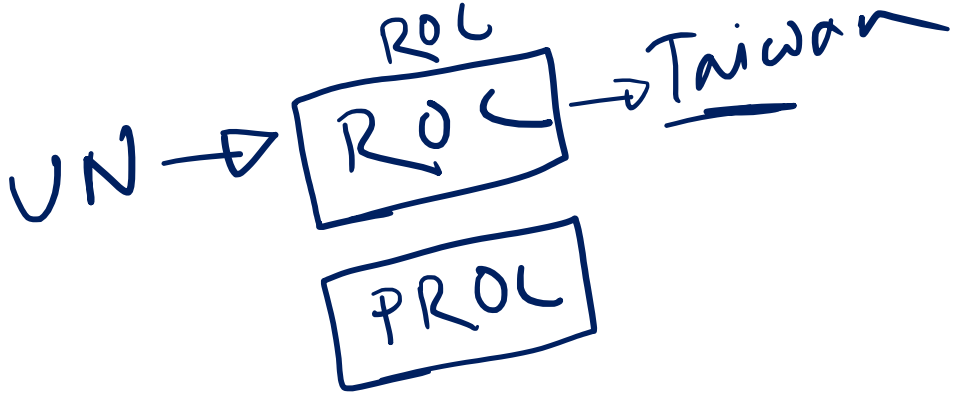

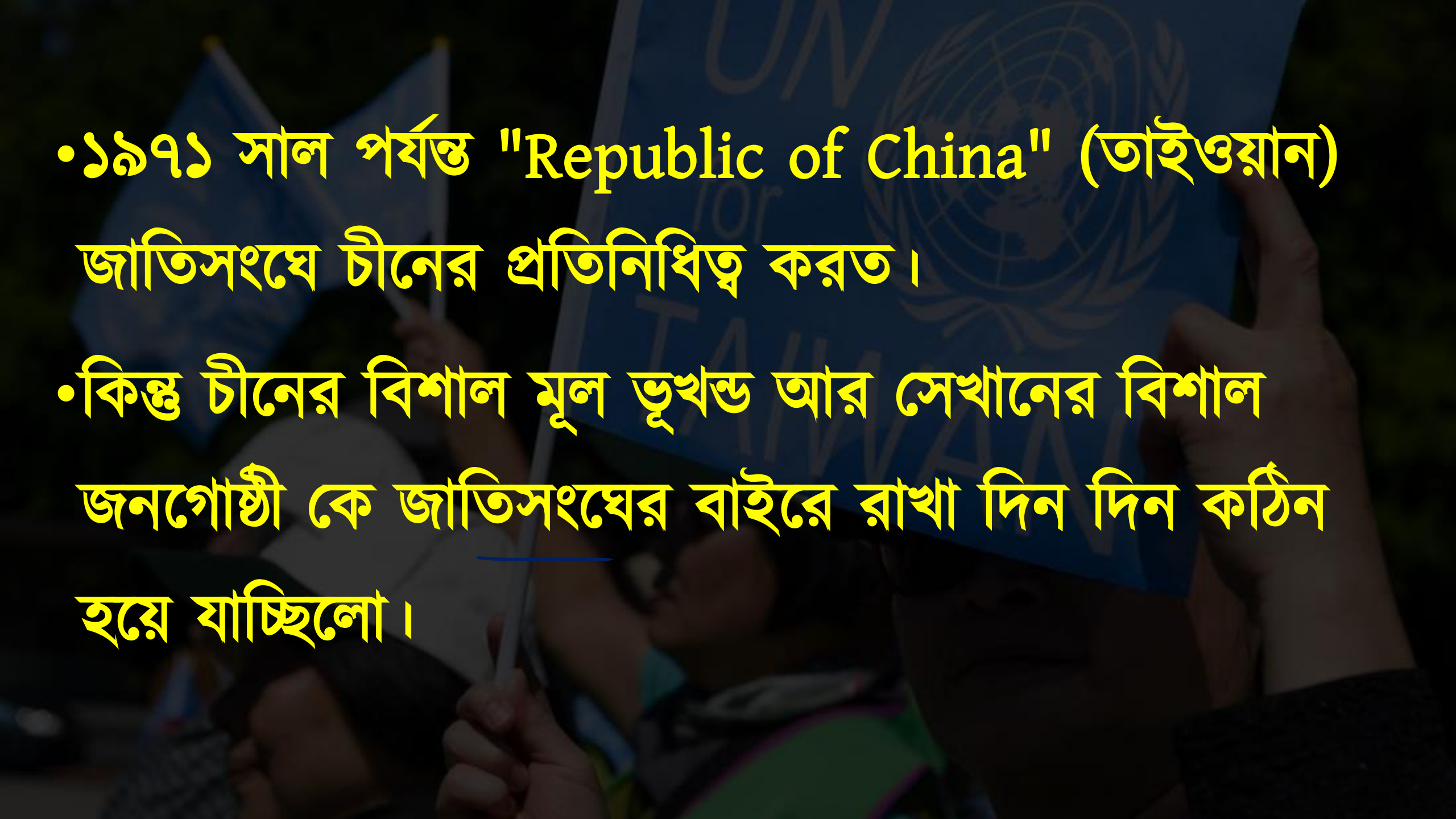

- ১৯৭১ সাল পর্যন্ত "Republic of China" (তাইওয়ান) জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করত।
- কিন্তু চীনের বিশাল মূল ভূখন্ড আর সেখানের বিশাল জনগোষ্ঠী কে জাতিসংঘের বাইরে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো।

- ১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদে এক ভোটে Republic of China-র বদলে The People's Republic of China (PROC) জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।
- তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে যায়।

PROC → China
ROC → Taiwan

- ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস দল খেলতে আসে জাপানে এবং ১৯৭১ সালে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। চীন তখন আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলকে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলটি খেলতে আসে চীনে।

- দীর্ঘ বিরতির পর আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্ক আবার শুরু হলো টেবিল টেনিস খেলার মধ্য দিয়ে, আর টেবিল টেনিস খেলার চাইনিজ নাম Ping Pong, এ জন্যই কূটনৈতিক অঙ্গনে এটি Ping Pong Diplomacy নামে পরিচিত। আর এ কূটনীতির মাধ্যমেই দীর্ঘ বিরতির পর সাইনো-আমেরিকান সম্পর্ক উষ্ণ হতে শুরু করে।

Selfie Diplomacy
Mango

যুক্তরাষ্ট্রের এক চীন নীতি (One China Policy)

- ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় যে The People's Republic of China নামে চীনে একটাই সরকার এবং স্বীকার করে নেয় তাইওয়ান চীনের অংশ। কিন্তু আবার যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি আইনও আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাইওয়ান কে সরবরাহ করবে।
- চীন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই পলিসিকে "One China Policy" বা Cross-Strait Diplomacy-ও বলা হয়।
- আবার তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পলিসিকে "Stratagic Ambiguity" নামে অভিহিত করা হয়।

চীনের এক চীন নীতি (One China Principle)

- ‘এক চীন নীতি’ অনুযায়ী বিশ্বে কেবল একটি চীন আছে, তাইওয়ান চীনের ভূখণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র আইনী সরকার।
- এটি চীনের অবস্থানগত কূটনৈতিক স্বীকৃতি, যার ফলে অন্যান্য দেশ এটা মেনে নেবে যে চীনে শুধুমাত্র একটি চীনা সরকার রয়েছে। চীনের জোর দাবি- তাইওয়ান চীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা একদিন পুনরায় একত্রিত হবে।

শত ফুল ফুটতে দাও নীতি

- মাও সে তুং ১৯৫৬ সালে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুযোগ প্রদানের নীতিকে 'Let a hundred flowers bloom' বলে ঘোষণা দেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

- মাও সে তুং চীনে নানান সংস্কার কর্মসূচি নেন। এর মধ্যে ছিলো- গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড (১৯৫৮-১৯৬২) কর্মসূচি।
- যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো চারটি কিট অভিযান (Four Pests Campaign)। চারটি কিট হলো- ইঁদুর, মশা, মাছি ও চড়ুই পাখি।
- কিন্তু এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যা ঠেকাতে ১৯৬৬ সালে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়। এ বিপ্লব সফল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে মাও সে তুং গঠন করেন রেড-গার্ড। এ বিপ্লব চলে ১০ বছর। ১৯৭৬ সালে মাও সে তুং মারা গেলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিয়েন আনমেন স্কয়ার আন্দোলন

- ১৯৮৯ সালে ১৪ এপ্রিল বেইজিং এর তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে প্রায় ১০০০০ ছাত্র-বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে সমেবেত হয়। চীনের সরকার এই সমাবেশে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।

Let’s Recap

প্রেসিডেন্ট

- শি জিন পিং
- সপ্তম প্রেসিডেন্ট
- আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন।

আইনসভা

- National People's Congress
- ভবনের নাম: গ্রেট হল অব দ্যা পিপল
- সদস্য: ২৯৮০
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্লামেন্ট।

প্রদেশ - ২২

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল – ৫

কেন্দ্রশাসিত পৌরসভা – ৪ টি

বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল- ২ টি
(হংকং, ম্যাকাও)

ম্যাকাও

- ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্তুগাল গণচীনের নিকট ম্যাকাও ফেরত দেয়।
- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। বর্তমানে 'এক দেশ, দুই পদ্ধতি' [One Country, Two System]-তে পরিচালিত হয় ২০৪৯ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

হংকং

- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- নানকিং চুক্তি [Treaty of Nanking]-১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ প্রথম আফিমের যুদ্ধে ব্রিটেনের নিকট চীন পরাজিত হলে হংকং ব্রিটিশ কলোনিতে পরিণত হয়।
- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ চীন ৯৯ বছরের জন্য হংকং ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিজ দেয়।
- বর্তমানে 'এক দেশ, দুইপদ্ধতি' [One Country, Two System] তে পরিচালিত হয় ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

এক দেশ, দুই পদ্ধতি

- চায়নার মূল ভূ-খন্ডে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো।
- হংকং এবং ম্যাকাউ তে পুঁজিবাদী কাঠামো।

উইঘুর মুসলিম

- চীনের জিনজিয়াং প্রদেশটি মুসলিম অধ্যুষিত।
- 'উইঘুর' চীনের একটি সম্প্রদায়ের নাম।
- উইঘুর রা তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে।

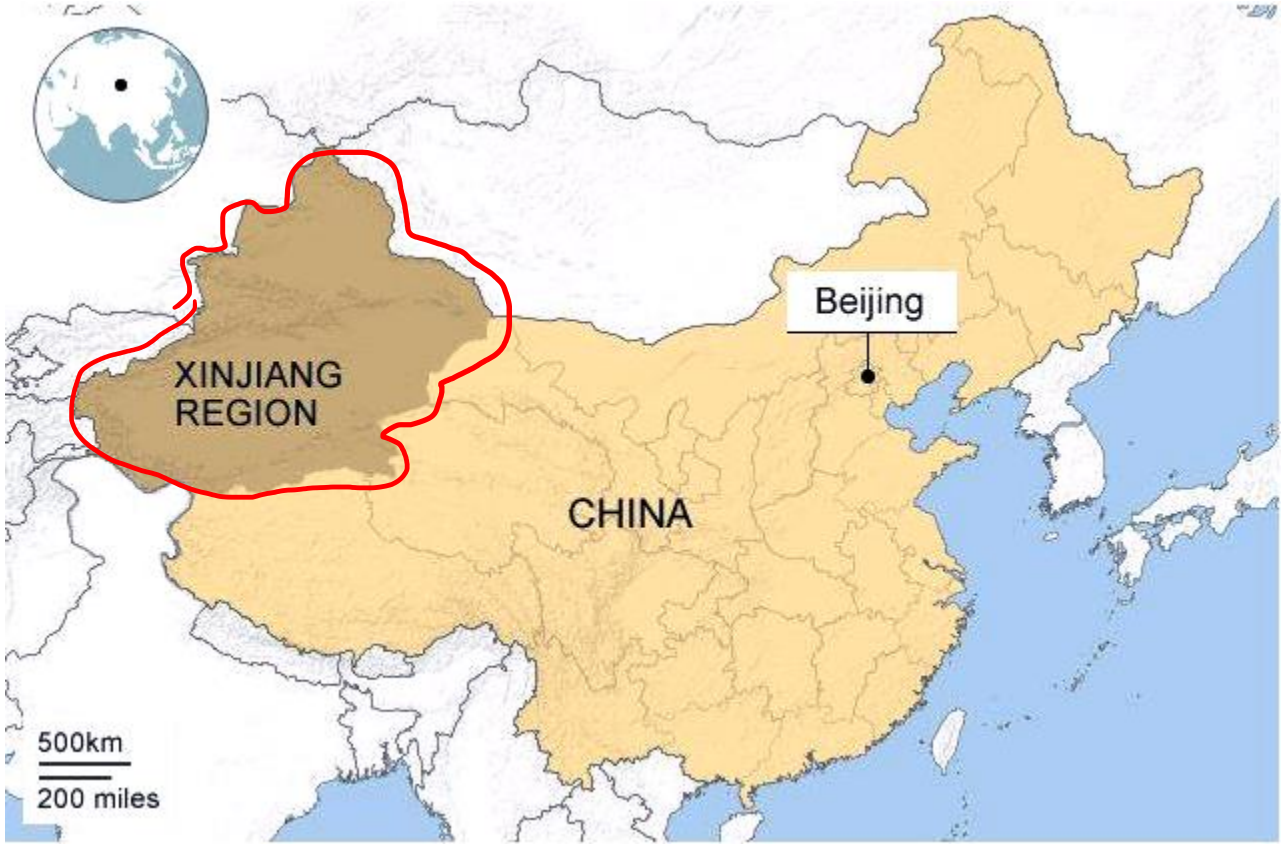

তিব্বত

- চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- ১৯৫০ সালে চীনের নিয়ন্ত্রণে আসে।
- রাজধানী - লাসা
- নিষিদ্ধ দেশ বলা হয়।
- পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।

দালাই লামা - তিব্বতের ধর্মীয় নেতার পদবি

তেনজিন গিয়াতস – বর্তমান দালাই লামা

Question time

চীনের আইনসভার নাম কী?

National People's Congress

Let’s Recap……

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড

- প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে চীনের হান রাজ বংশের আমলে, চীন এবং সুদূর পূর্ব প্রাচ্যকে মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের সাথে সংযুক্ত বাণিজ্য পথের নেটওয়ার্ক কে বলা হতো 'সিল্ক রোড' (রেশম পথ)।

- প্রাচীন সেই সিল্ক রুটের আধুনিকতম সংস্করণের নাম ‘Belt and Road Initiative (BRI)’

- ২০১৩ সালে মধ্য এশিয়া সফরের সময় কাজাখস্তানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং 'ওয়ান বেল্ট অ্যান্ড ওয়ান রোড' (One Belt, One Road-OBOR)-এর ধারণা দেন। যা একটি আন্তঃমহাদেশীয় উন্নয়ন কৌশল ও বাণিজ্য কাঠামোর মহাপরিকল্পনা।

- একে প্রথমে ডাকা হচ্ছিল নয়া রেশমপথ (New Silk Road) নামে। পরে বলা হলো ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ (OBOR)। কিন্তু 'ওয়ান' বা 'একক' কথাটার মধ্যে একাধিপত্যের লক্ষণ থাকায় এর সর্বশেষ নাম দেওয়া হয়েছে **'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’**। → BRI
- যার চাইনিজ নাম হলো **'য়ি দাই য়ি লু’**
- এটিকে শি জিনপিংয়ের **"মেজর কান্ট্রি ডিপ্লোম্যাসি"** কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনাকরা হয়।

চীনের এই মহাপরিকল্পনার ৫ টি প্রধান অগ্রাধিকার

1. Policy coordination
2. Infrastructure connectivity
3. Unimpeded trade
4. Financial integration
5. Connecting people

- বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের রয়েছে দুটি অংশ- ইকোনমিক বেল্ট এবং মেরিটাইম রোড।

- ইকোনমিক বেল্ট এর আওতায় চীনের সিয়ান থেকেউরুমুকি হয়ে তুরস্ক, কাজাখস্তান, মস্কো, পোল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের রটারডাম হয়ে স্পেনের মাদ্রিদ পর্যন্ত সড়কপথ নির্মিত হবে।

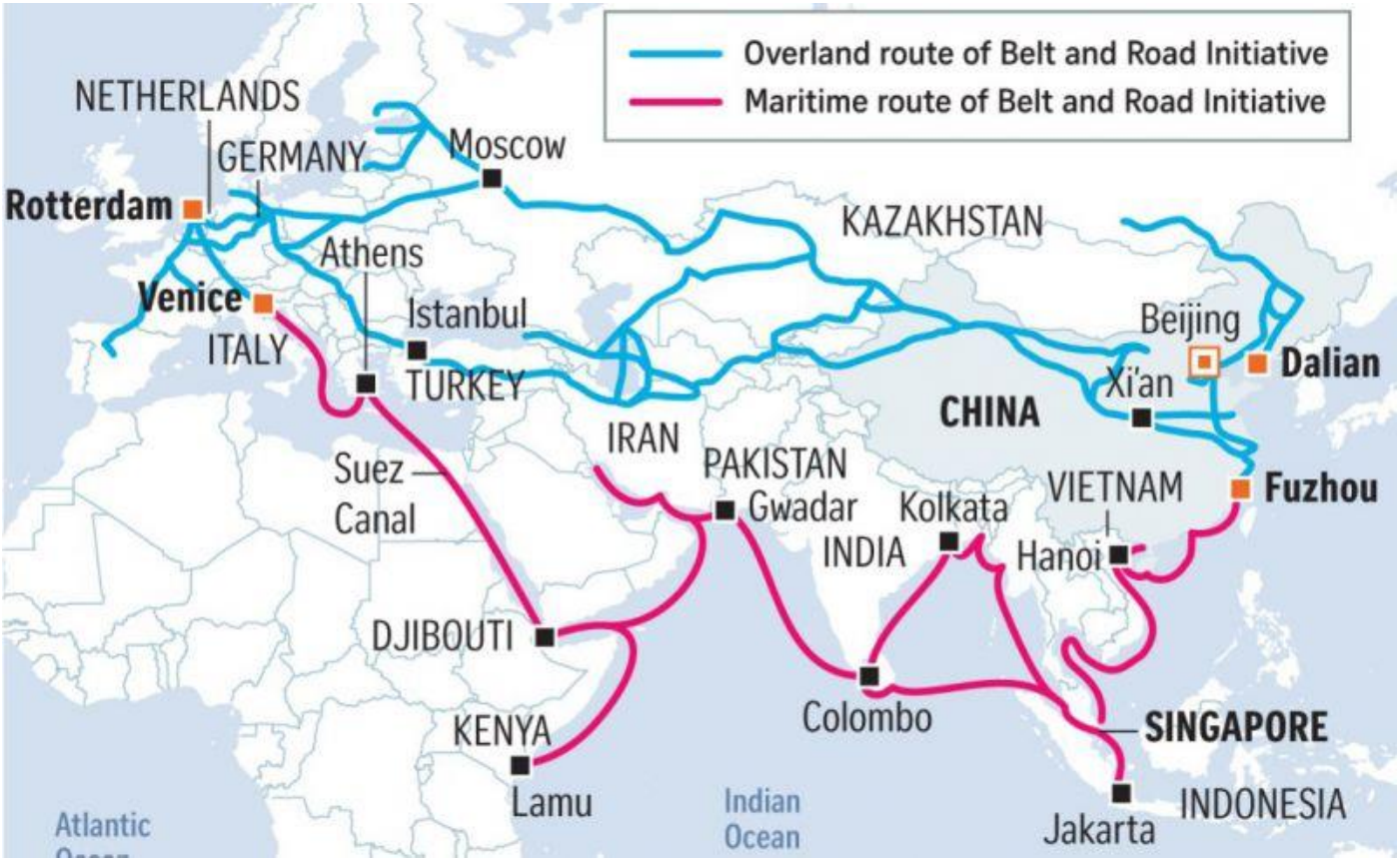

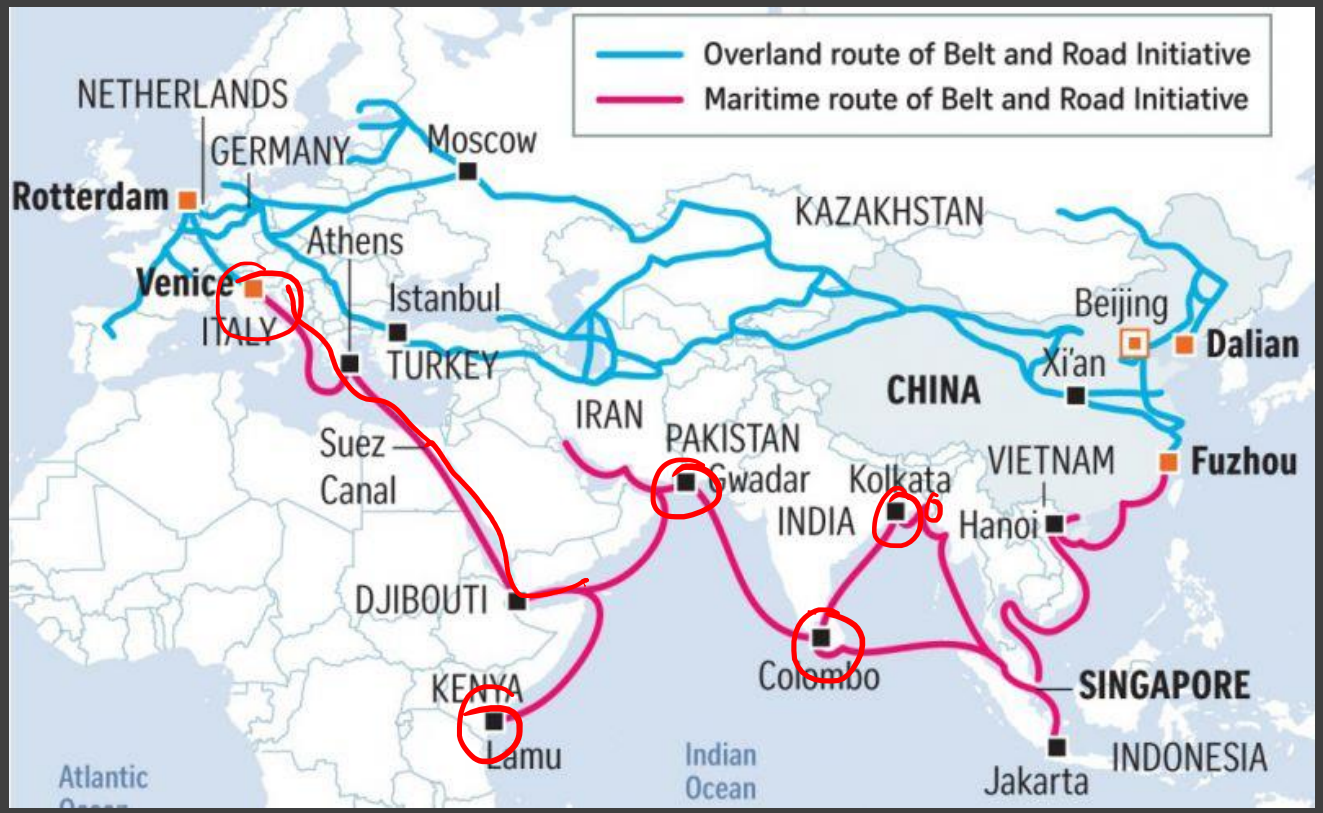

- মেরিটাইম রোডের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও সিঙ্গাপুরের সাথে আফ্রিকার জিবুতি ও কেনিয়ার সমুদ্র বন্দরের সাথে চীনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

প্রকল্পটির আওতায় রয়েছে ৬টি ইকোনমিক করিডোর।

- China – Pakistan Economic Corridor (CPEC) - চীনের জিনজিয়াং থেকে পাকিস্তানের গাওদার সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত।

- Bangladesh - China – India - Myanmar Economic Corridor (BCIMEC)

- চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজার হয়ে কলকাতা পর্যন্ত।

- ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিং পিং এর ঢাকা সফরের সময় 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ যোগ দেয়।

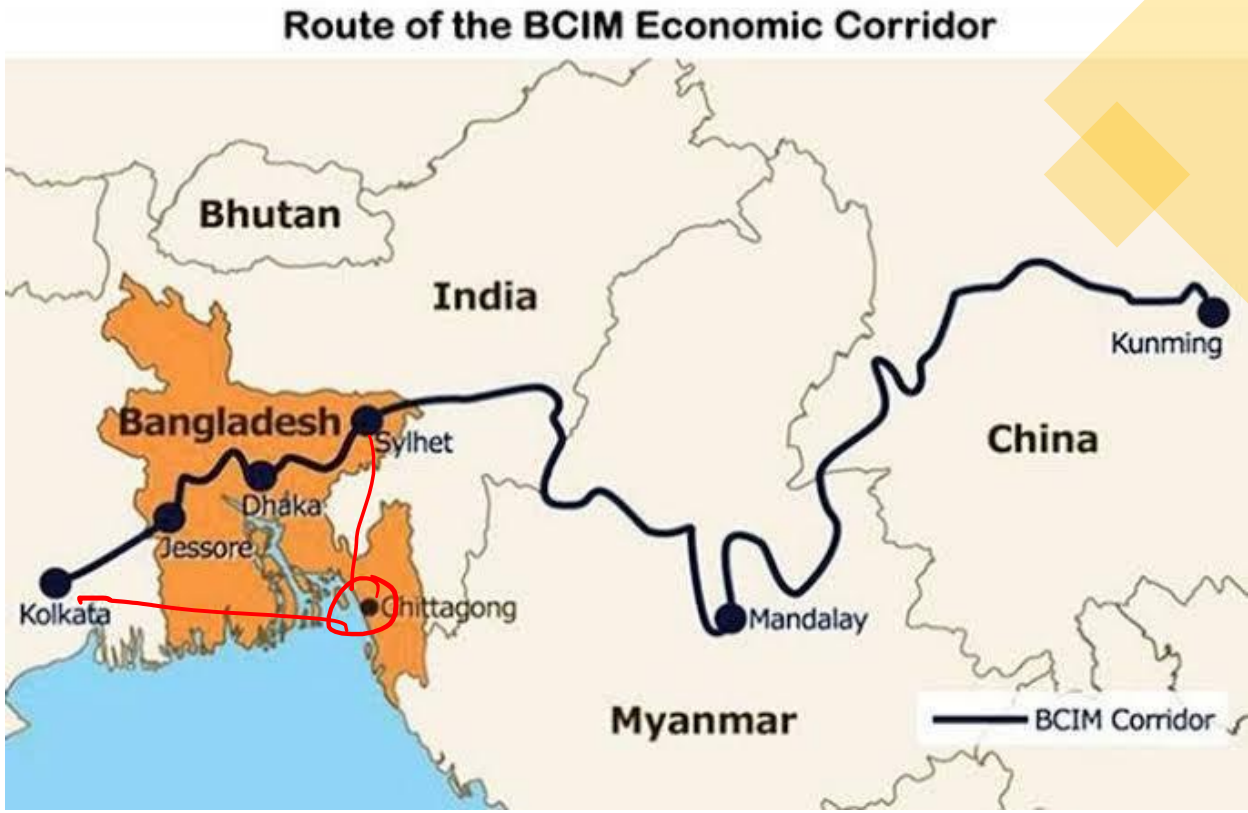

নাইন ড্যাশ লাইন

- অবস্থান – দক্ষিণ চীন সাগর
- বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৩০ ভাগ পরিচালিত হয় দক্ষিণ চীন সাগর বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর দিয়ে।
- দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধের মূল কারণ হলো নাইন ড্যাশ লাইন যার অপর নাম নাইন ডটস লাইন।

নাইন ড্যাশ লাইন

- চীন তার দক্ষিণে হাইনান প্রদেশে একটি বিন্দু বসিয়ে তা থেকে সোজা চলে এসে থাইল্যান্ড উপসাগরে আর একটি বিন্দু বসায় যা একটি U আকৃতির সৃষ্টি করে। মূলত এই লাইনের কারণে দক্ষিণ চীন সাগরের ৮০ ভাগ চীনের দখলে চলে আসে।

নাইন ড্যাশ লাইন

- দক্ষিণ চীন সাগরের নাইন ড্যাশ লাইন দিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন (UNCLOS) কে অমান্য করা হয়েছে, এ কারণে এই নাইন ড্যাশ লাইন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা হয়। মামলার রায় প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে এবং যেখানে নাইন ড্যাশ লাইন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

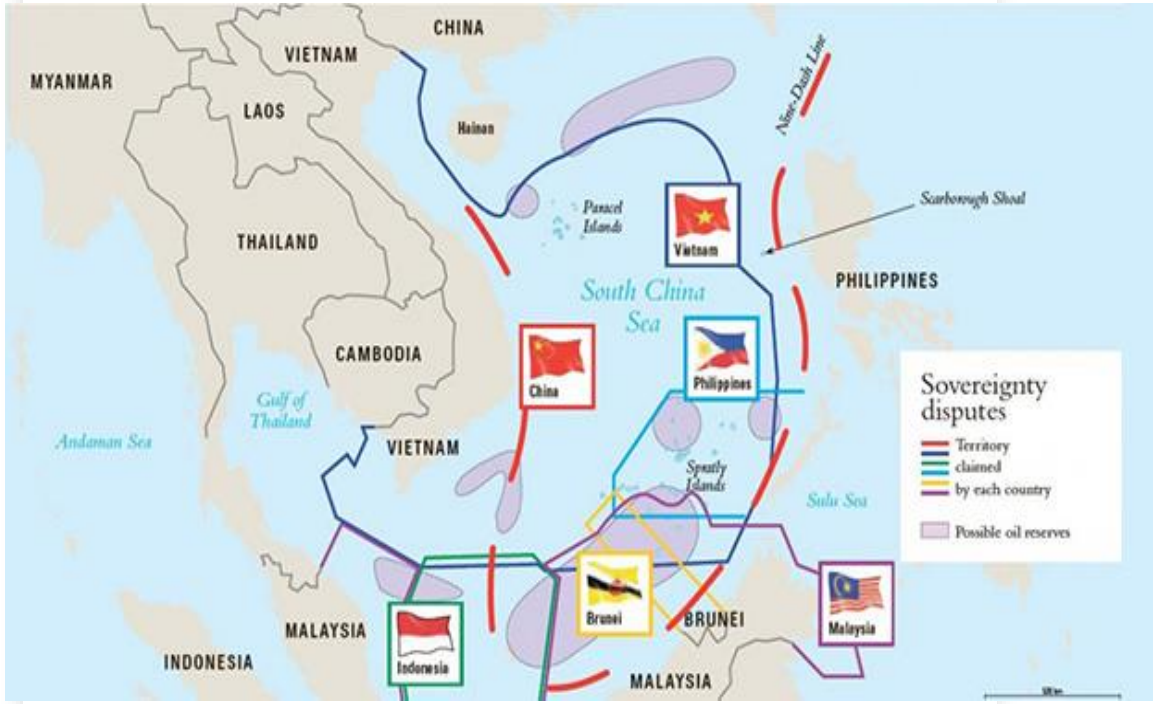

মুক্তার মালা নীতি

- Sting of Pearls বা মুক্তার মালা নীতির আলোকে চীন ভারত মহাসাগর ঘেষা কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দরক মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে, যেখানে চীনা জাহাজের রিফুয়েলিং এবং অবস্থান নিশ্চিত হবে। এই মুক্তার মালায় ১৫টি সামুদ্রিক বন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই বন্দরগুলো একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত থাকবে, অনেকটা মুক্তার মালার মতো। আর এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্তার মালা'।
- বন্দরগুলো হচ্ছে হংকং, সানইয়া, হাইনান (চীন), উড়ি (Woody) পারাসেল দ্বীপপুঞ্জ, Spratly দ্বীপপুঞ্জ, সিহানুকভিলে (কম্বোডিয়া ও প্রিয়াম (Sihanouk ville, Ream-কম্বোডিয়া), দি এ (de Kra-থাইল্যান্ড), কোকো (মিয়ানমার) ও কিয়াও কিপিউ-সিটওয়ে (Kyaoukpya, Sittwe মিয়ানমার) গ্রাম (বাংলাদেশ), হাম্বানটোটা (Hambantota শ্রীলংকা), মারাও (Maran- মালদ্বীপ), গাদার (Grwader পাকিস্তান), আল আহদার (ইরাক), লামু (Lam- কেনিয়া), পোর্ট সুদান (Port Sudan-সুদান) যদি ভারত মহাসাগরের ম্যাগের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে চীন থেকে শুরু হয়ে এই মুক্তার মালা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অতিক্রম করে সুদানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই মুক্তার মালার সমুদ্রপথ চীনের জ্বালানি আমদানির অন্যতম রুটও বটে।

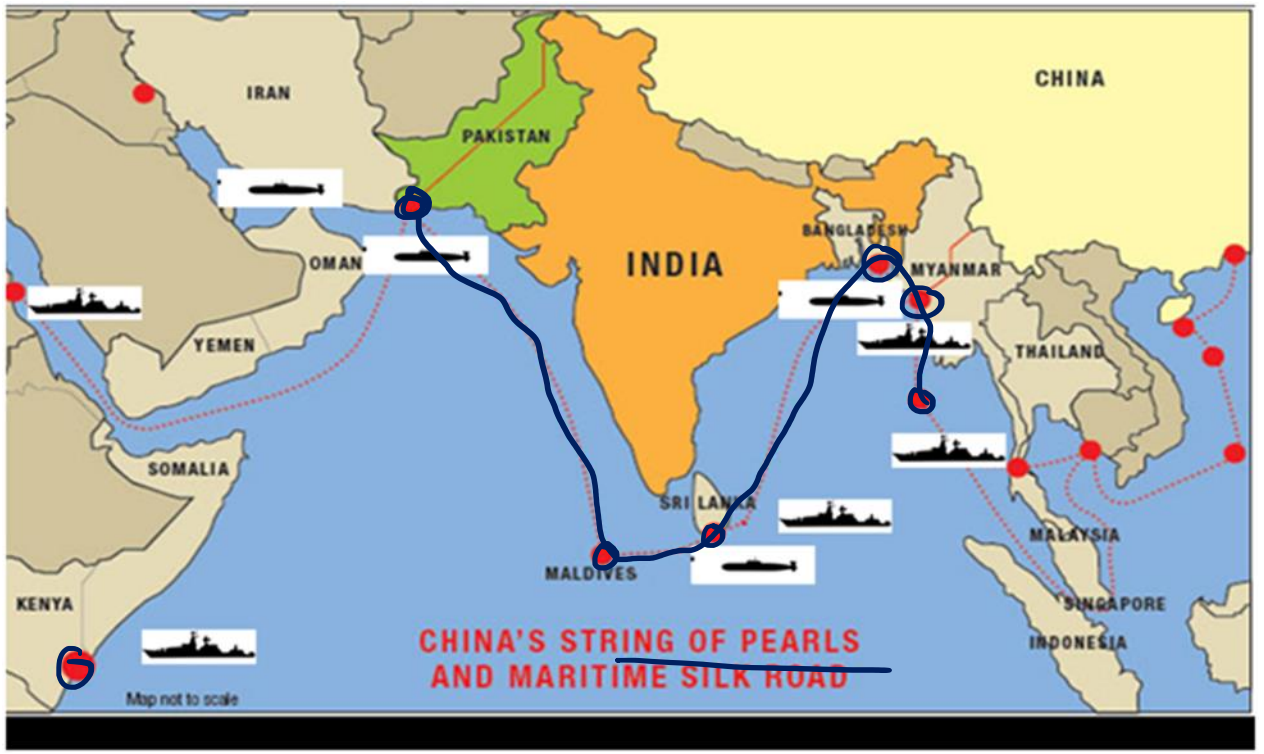
IRAN
PAKISTAN
CHINA
INDIA
BANGLADESH
MYANMAR
OMAN
YEMEN
THAILAND
SOMALIA
SRI LANKA
MALAYSIA
MALDIVES
KENYA
SINGAPORE
INDONESIA
CHINA'S STRING OF PEARLS
AND MARITIME SILK ROAD
Map not to scale

Question time

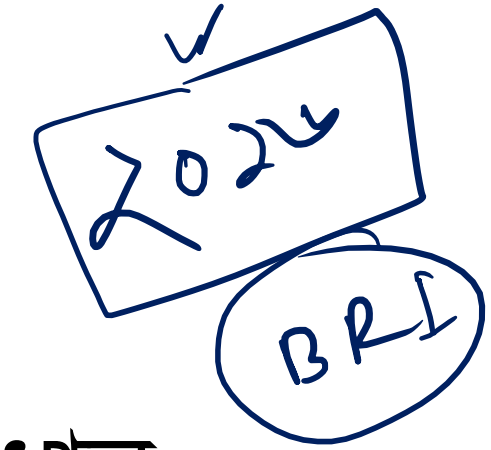

বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর প্রধান অগ্রাধিকার কয়টি?

৫ টি

Question time

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা শুরু হয় কবে?

১ অক্টোবর ১৯৪৯

Let's Recap……

বিরতি

উত্তর কোরিয়া

সরকারি নাম: গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া

প্রতিষ্ঠাতা- কিম ইল সাং

প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮

রাজধানী – পিয়ং ইয়ং

দুই কোরিয়া বিভক্ত হয় ১৯৪৫

কোরীয় যুদ্ধ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া সভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে যায়।
- ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

কোরীয় যুদ্ধ

- ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরীয় বাহিনী ৩৮তম সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে যুদ্ধ বেধে যায়।
- ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব (Uniting for Peace resolution) দেয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর হয় দুবছর পর, ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই।

২০০৬ – অষ্টম দেশ হিসেবে পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

দক্ষিন কোরিয়া

সরকারি নাম - কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

রাজধানী – সিউল

প্রেসিডেন্ট - ইয়ুন

সুক ইওল

বাসভবন – ব্লু হাউস

দুই কোরিয়াকে বিভক্তকারী সীমানা

- মিলিটারি ডিমার্কেশন লাইন /৩৮ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা

- পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমানা।

নর্দান লিমিট লাইন

পীত সাগরে দুই কোরিয়ার সীমানা

কোরিয়া প্রণালী

বিভক্ত করেছে: কোরীয়া উপদ্বীপ – জাপান

যুক্ত করেছে: জাপান সাগর + পূর্ব চীন সাগর

- পানমুনজাম – দুই কোরিয়ার সিমান্তবর্তী গ্রাম (শান্তিগ্রাম), যেটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় No Mans Land নামে পরিচিত।

- দক্ষিণ কোরিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তর কোরিয়ার নিকট পুনঃএকত্রীকরণ সংক্রান্ত যে পলিসি প্রেরণ করে সেটি Sunshine Policy নামে পরিচিত।

- পানমুনজাম দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম,

Question time

কোরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি হয়-

১৯৫৩

Let’s Recap……

জাপান

- পূর্ব নাম: নিপ্পন
- ভূমিকম্পের দেশ বলা হয়

প্রধান ৪ টি দ্বিপ

- হোনসু
- কিউসু
- হোক্কাইডো
- সুকোকু

রাজধানী - টোকিও

হনসু দ্বীপে অবস্থিত।

সম্রাটের পদবী - মিকাডো

বর্তমান সম্রাট- নারুহিতো

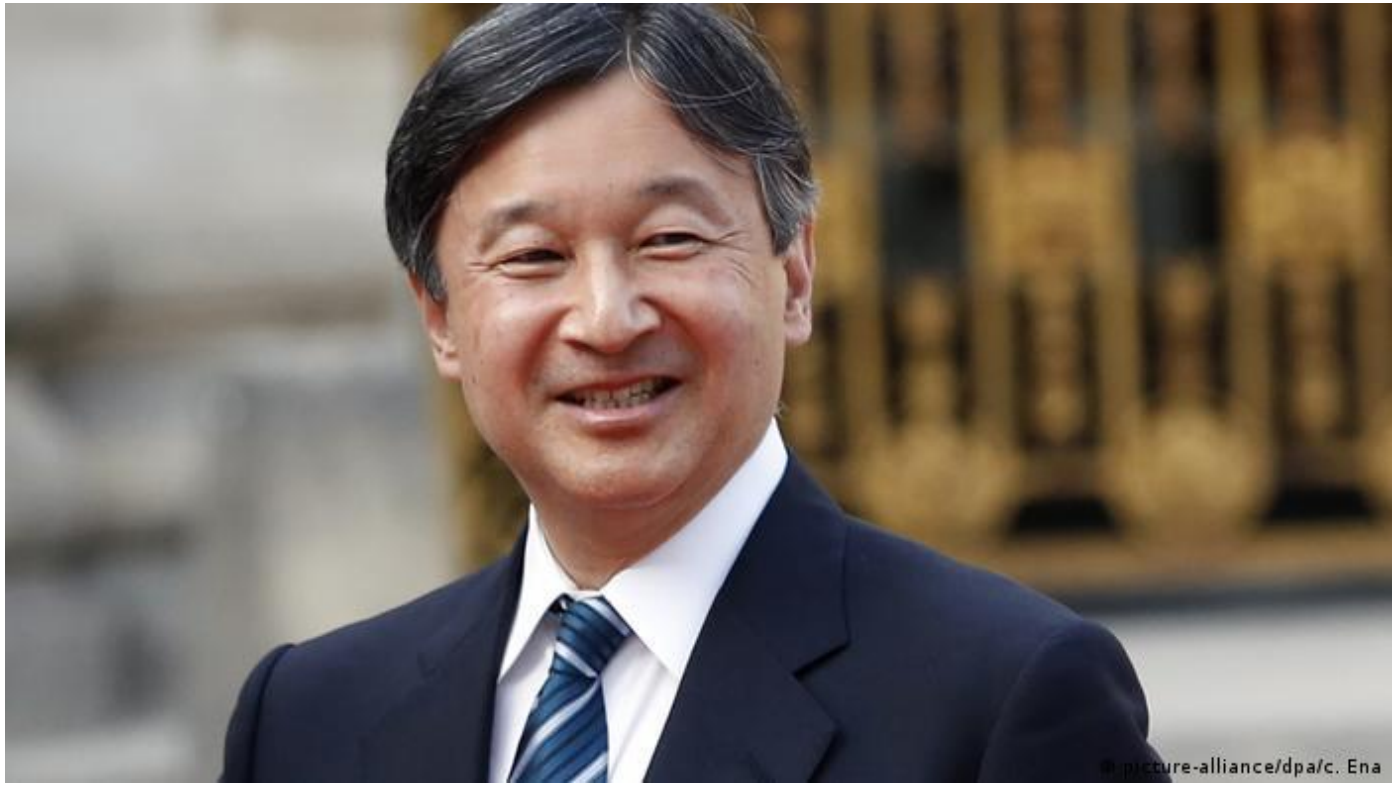

প্রধানমন্ত্রী

ফুমিও কিশিদা

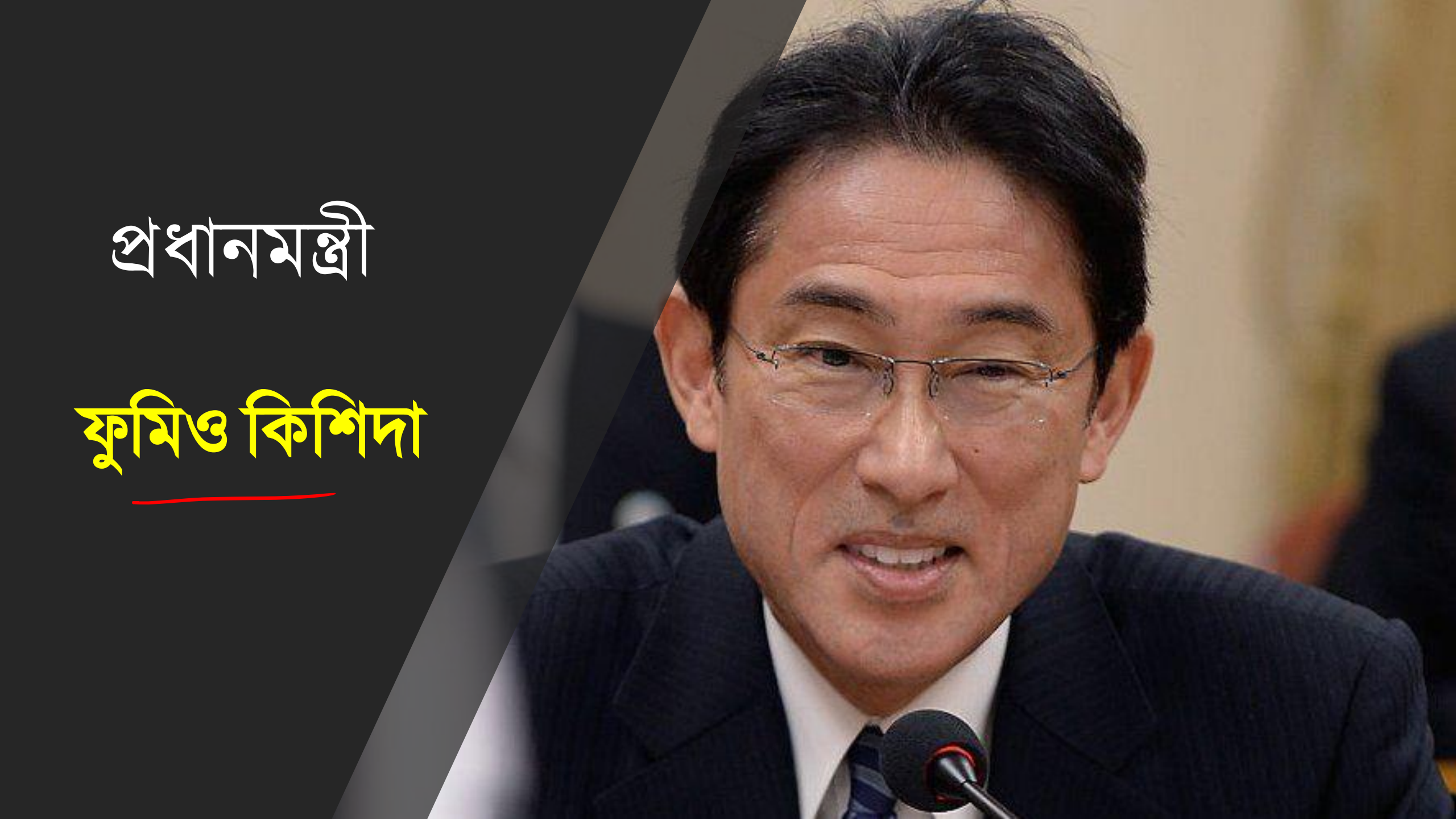

ডায়েট

পার্লামেন্টের নাম

Statue of peace

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণে একটি শান্তি পার্ক স্থাপন করা হয়। 'স্ট্যাচু অব পিস' এই পার্কে অবস্থিত।

শান্তি সংবিধান

- জাপান এর সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' (Pacifist Constitution) বলা হয়।
- এই সংবিধান রচিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে।

কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ: জাপান-রাশিয়ার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

সেনকাকু: জাপান-চীনের বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

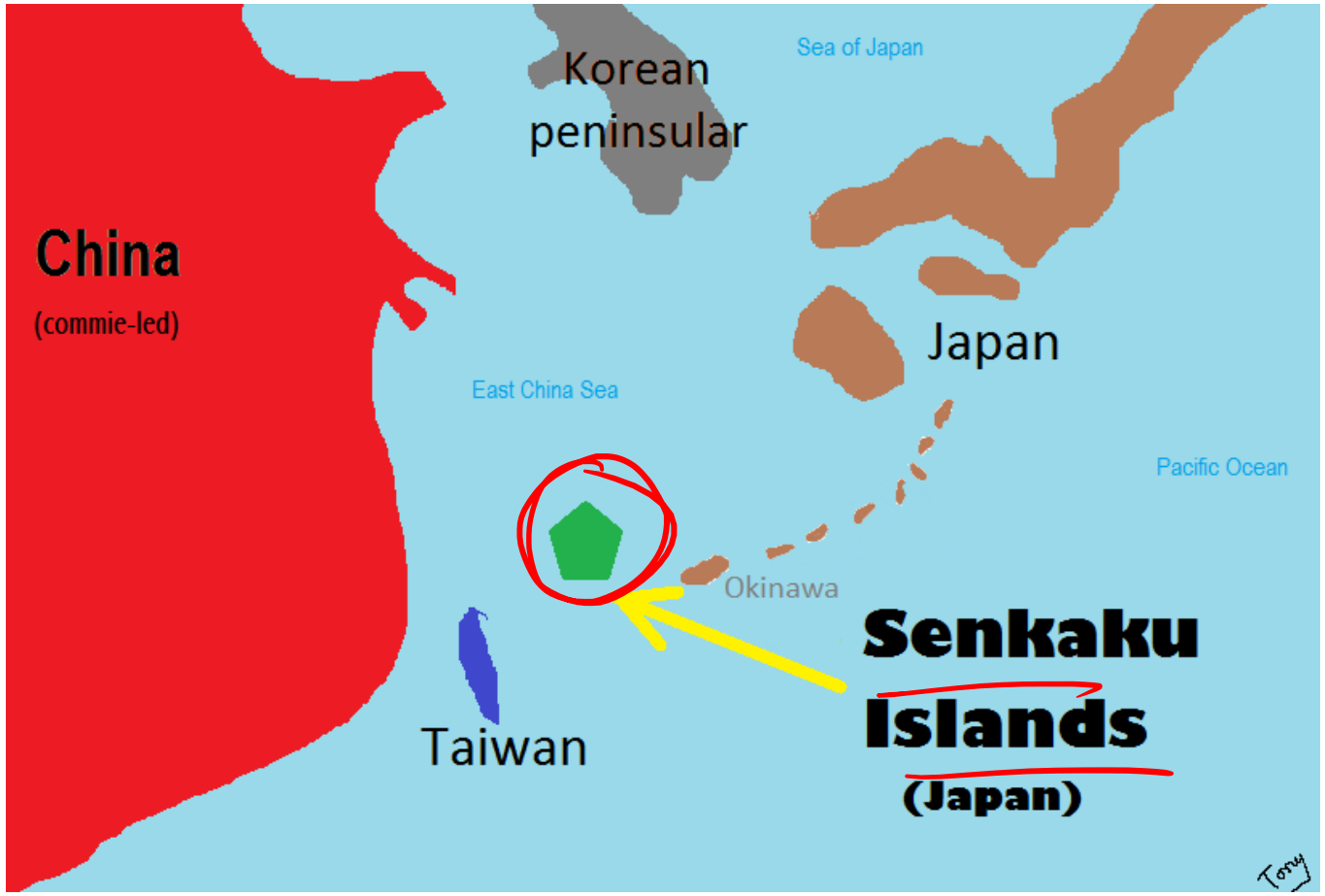

Question time

তিব্বতের ধর্মীয় নেতার নাম কী?

তেনজিন গিয়াতস

Question time

জাপানের রাজধানী কোন দ্বীপে অবস্থিত?

হনসু

Let’s Recap…..

ইন্দোচীন

ভিয়েতনাম

লাওস

কম্বোডিয়া

মায়ানমার

থাইল্যান্ড

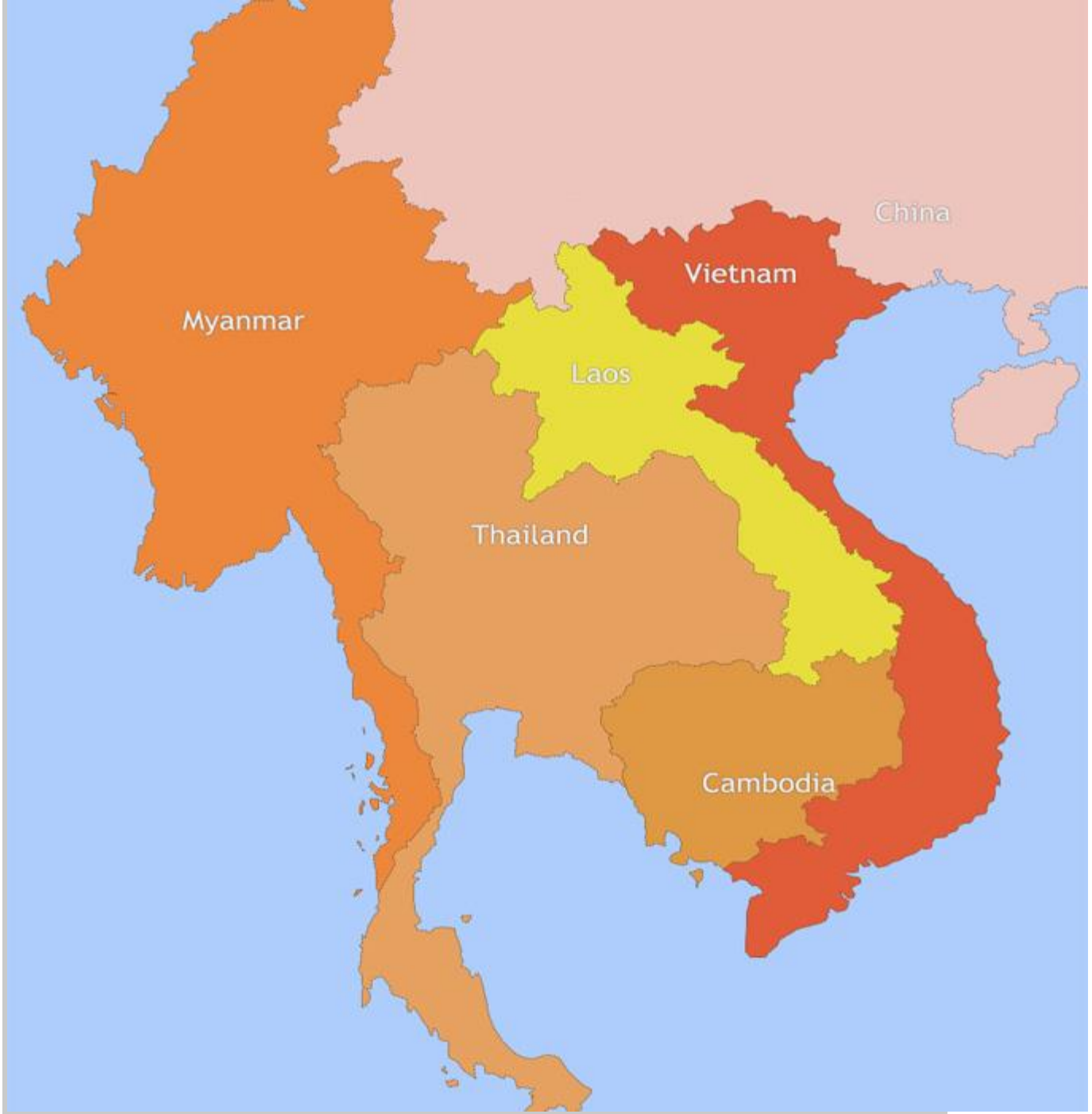

থাইল্যান্ড

- কখনো উপনিবেশ ছিলোনা।
- থাইল্যান্ড অর্থ মুক্তভূমি।
- শ্বেতহস্তীর দেশ বলা হয়।

বর্তমান রাজা –
মাহা ভাজিরালংকর্ণ

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল

- মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।

- থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস

গোল্ডেন ওয়েজ

বাংলাদেশ – ভারত – নেপাল সীমান্ত

মাদক পাচার ও চোরাচালানের রুট।

গোল্ডেন ক্রিসেন্ট

- পাকিস্তান – আফগানিস্তান – ইরান সীমান্ত

- আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

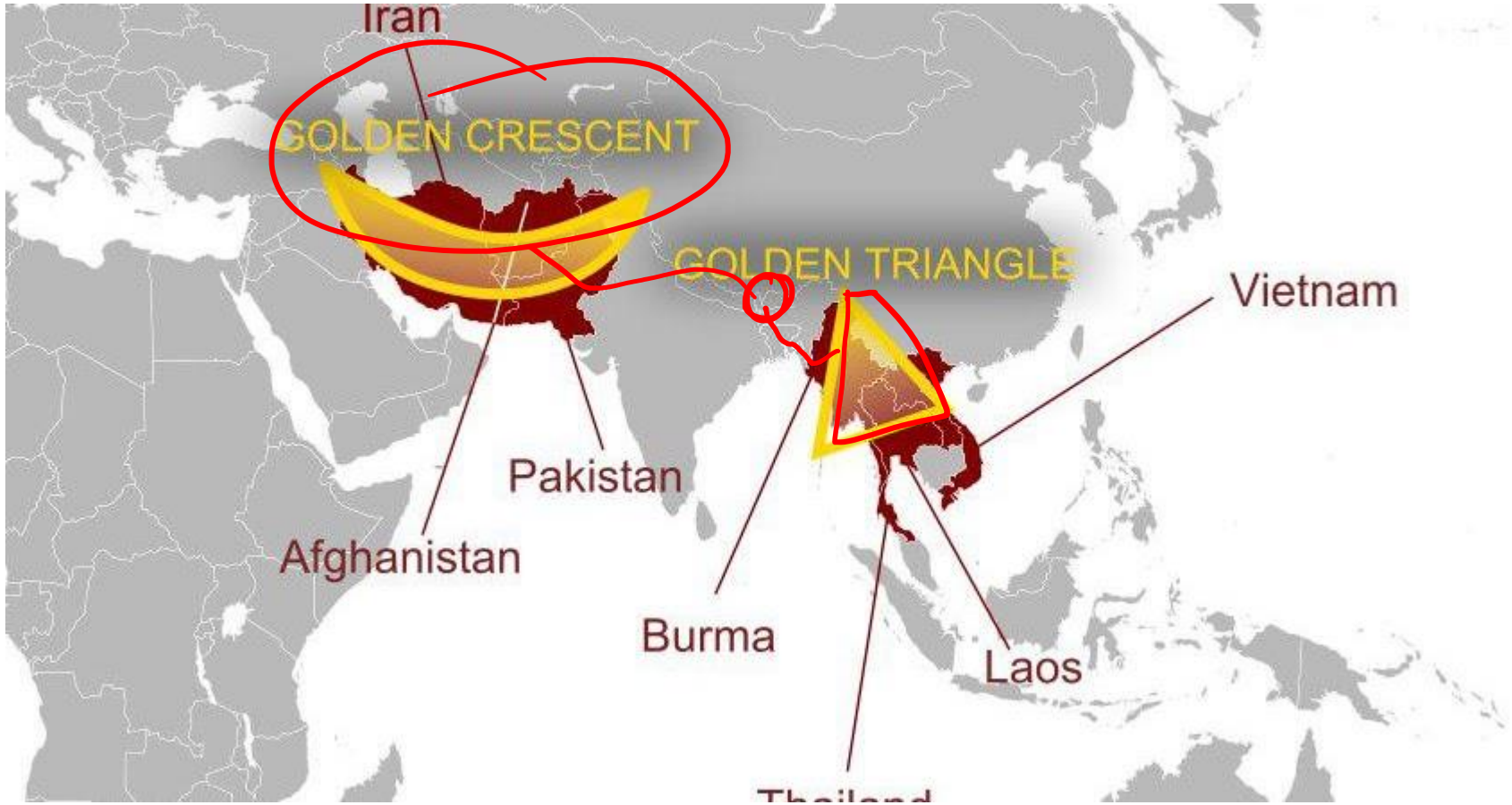
Iran
GOLDEN CRESCENT
GOLDEN TRIANGLE
Vietnam
Pakistan
Afghanistan
Burma
Laos

ইন্দোনেশিয়া

- বৃহৎত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ
- ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের জাভাম্যান বলা হয়।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট – মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট- জোকো উইদোদো

- ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা (জাভা) থেকে বোর্নিও দ্বীপে (পূর্ব কালিমান্তান) সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।
- নতুন প্রস্তাবিত রাজধানী – নুসান্তারা।

পাম ওয়েল উৎপাদনে-

প্রথম – ইন্দোনেশিয়া

দ্বিতীয় – মালয়শিয়া

পূর্ব তিমুর / তিমুর লিসতে

অফিসিয়াল নাম: Democratic Republic of Timor-Leste

- এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন দেশ ।

স্বাধীন হয় - ২০০২

রাজধানী- দিলি

সুন্দা প্রণালি

বিভক্ত করেছে: সুমাত্রা – জাভা

যুক্ত করেছে: ভারত মহাসাগর + জাভা সাগর

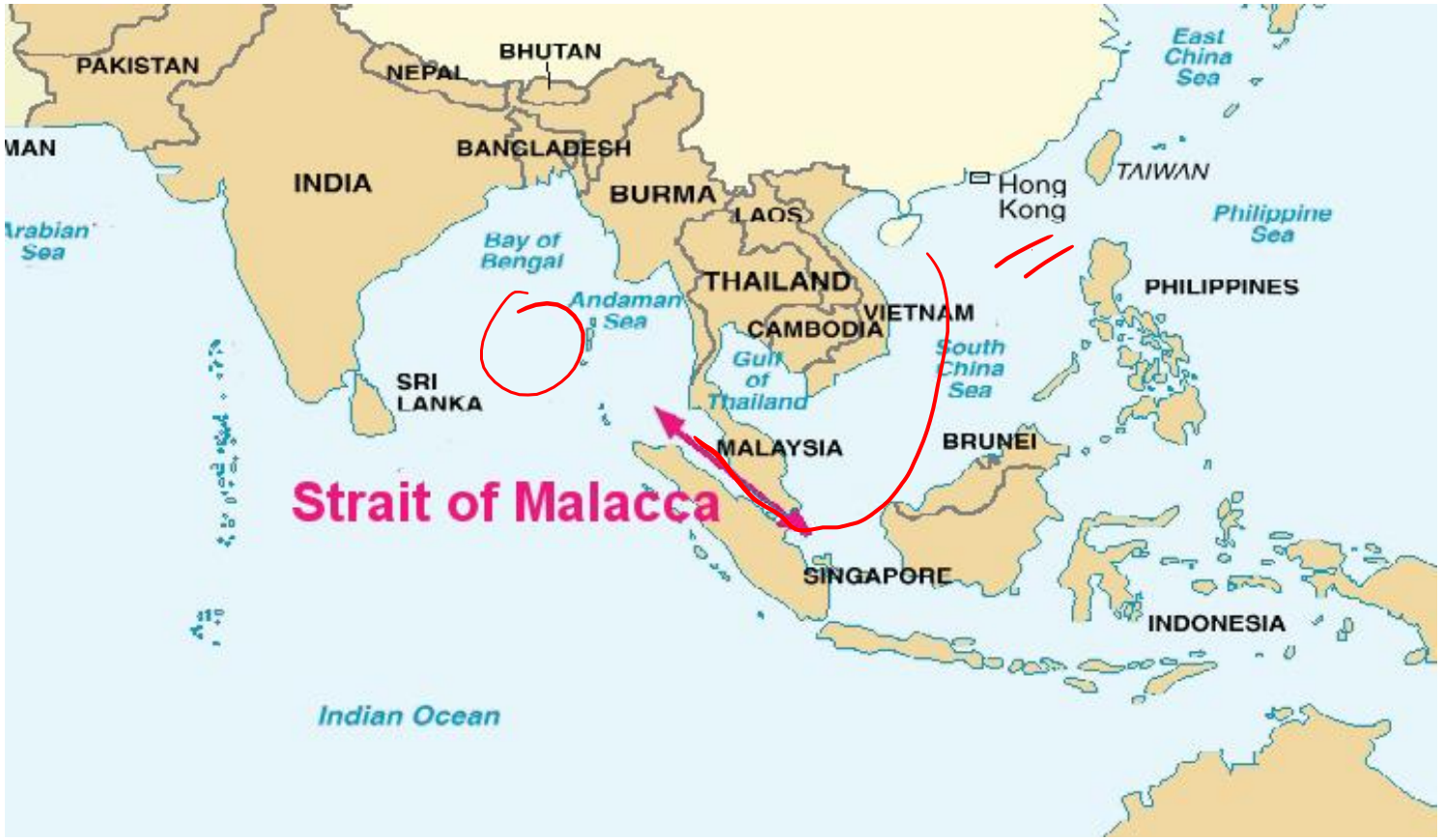

মালাক্কা প্রণালী

যুক্ত করেছে:

বংগোপসাগর + জাভা সাগর

বিভক্ত করেছে:

মালয়শিয়া - সুমাত্রা

Question time

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল অবস্থিত কোন কোন দেশে?

থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস

Let’s Recap.....

মধ্য এশিয়া

Russia
Mongolia
Astana
Kazakhstan
Bishkek
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Caspian Sea
Tashkent
Azer-baijan
Baku
China
Turkmenistan
Tajikistan
Ashgabat
Dushanbe
Pakistan
Iran
Tehran
Afghanistan
Kabul
India

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
কাজাখস্তান	আস্তানা	তেংগে
কিরগিজস্তান	বিশকেক	সোম
তাজিকিস্তান	দুশানবে	সোমানি
তুর্কমিনিস্তান	আশাখাবাদ	মানাত
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম

মধ্য প্রাচ্য

ARMENIA
AZERBAIJAN
(ASIAN)
TURKEY
TURKMENISTAN
CYPRUS
SYRIA
LEBANON
IRAQ
I R A N
ISRAEL
PAL.
JORDAN
Sinai
Peninsula
(EGYPT)
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
U.A.E.
SAUDI
ARABIA
OMAN
YEMEN

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

অবস্থান: ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক ও কুয়েতের কিছু অংশ

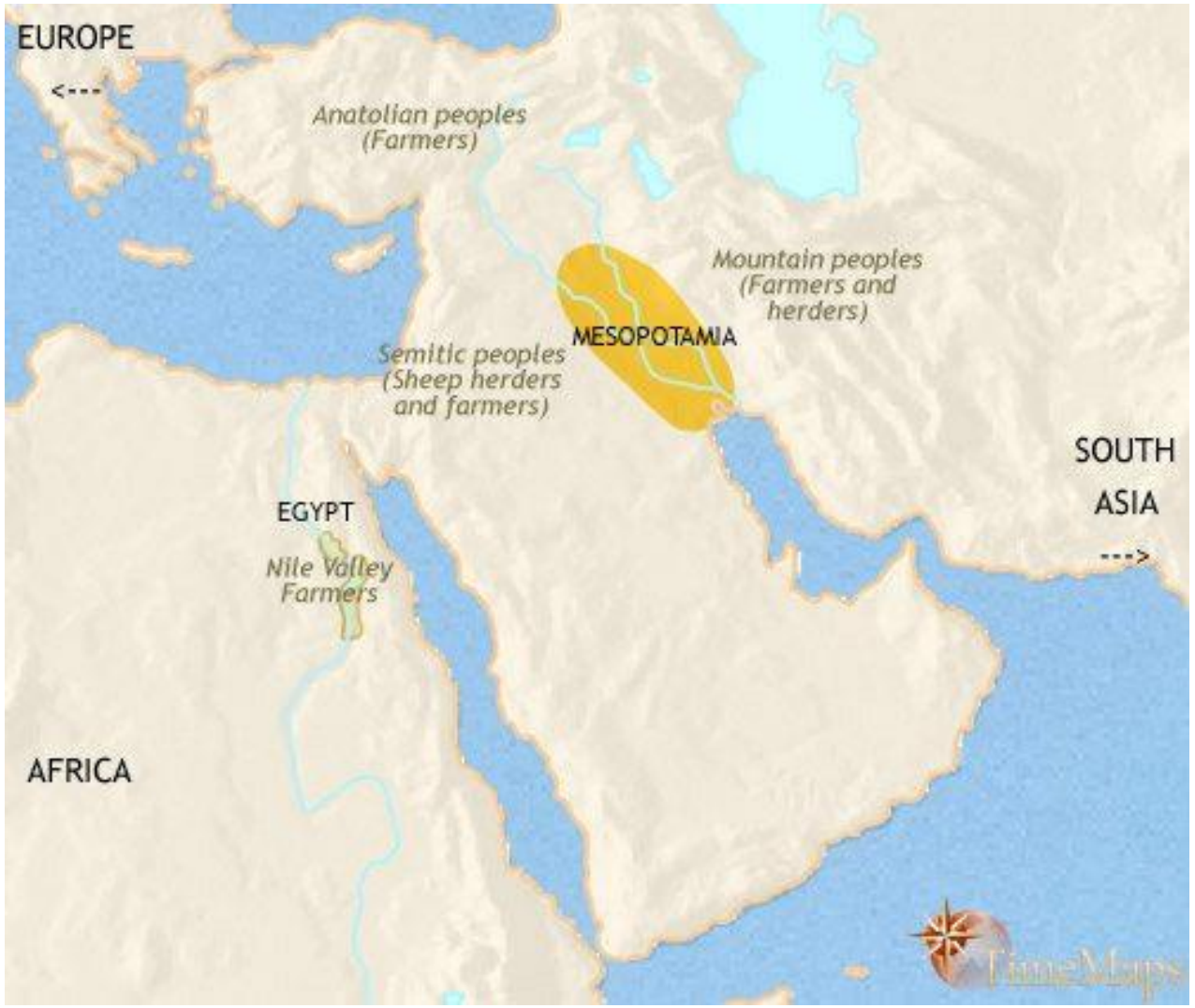

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

- ৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব
- গ্রীক শব্দ মেসোপটেমিয়া
- যার অর্থ **দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি**

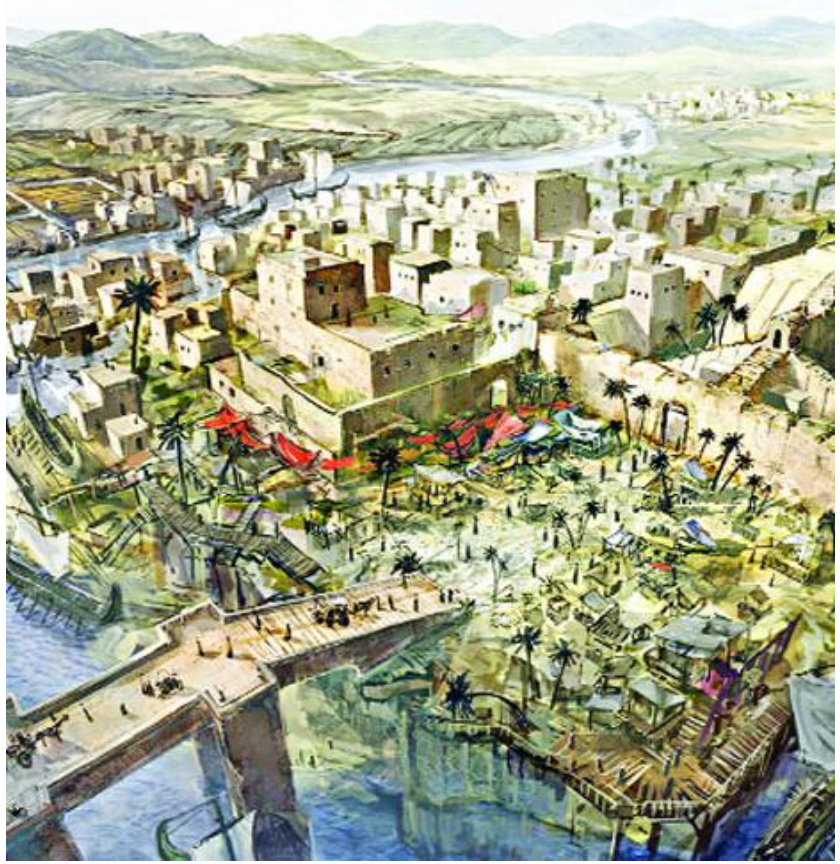

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

অবস্থান - টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল।

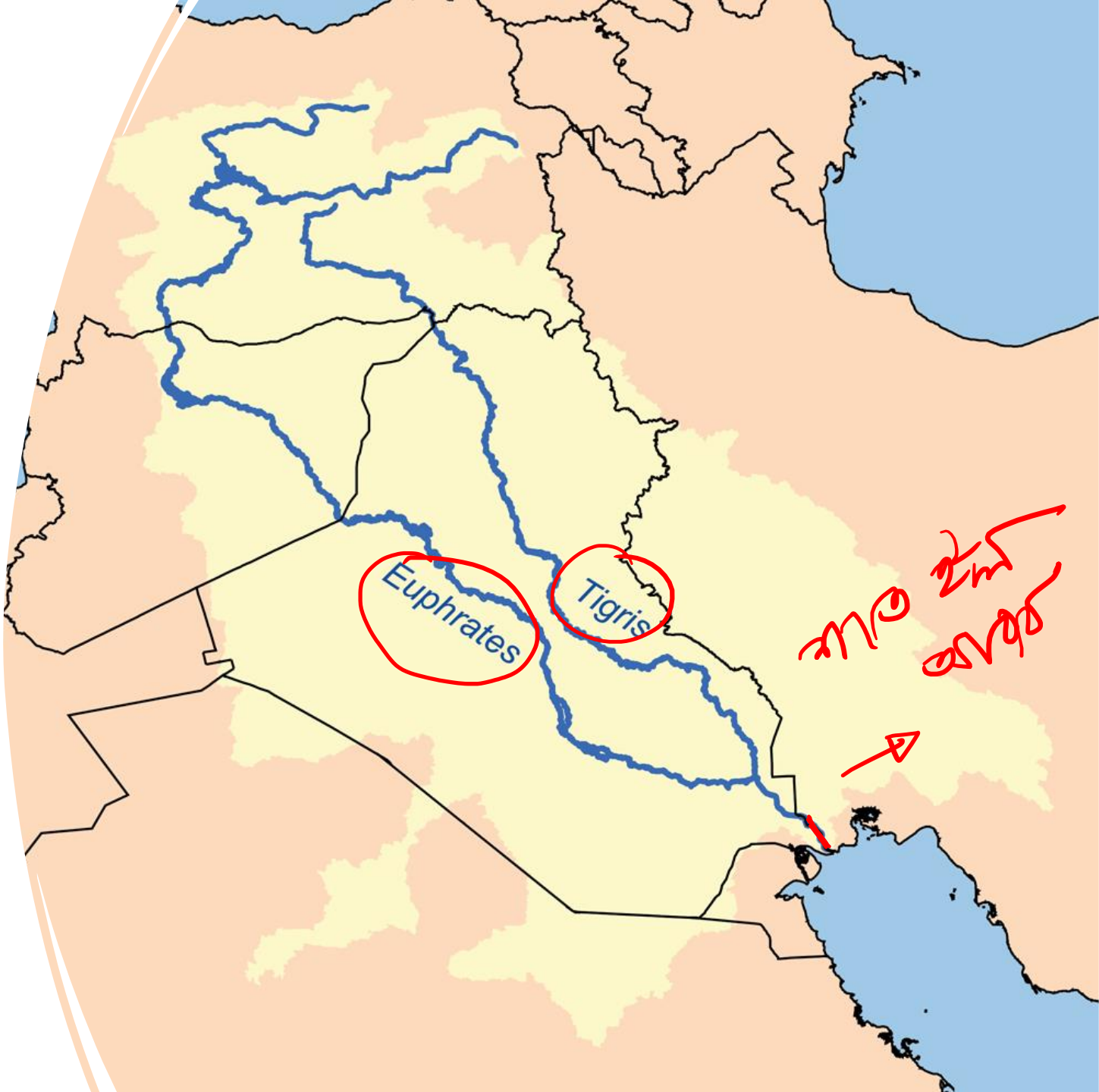

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

- সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা।
- সেচ নির্ভর সভ্যতা।

মেসোপটেমিয় সভ্যতার ৪ টি পর্যায়

সুমেরীয় ✓

ব্যাবিলনীয় ✓

এসিরিয় ✓

ক্যালডিয় ✓

সুমেরীয় সভ্যতা

- মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা (খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ)

অবস্থান: ইরাক

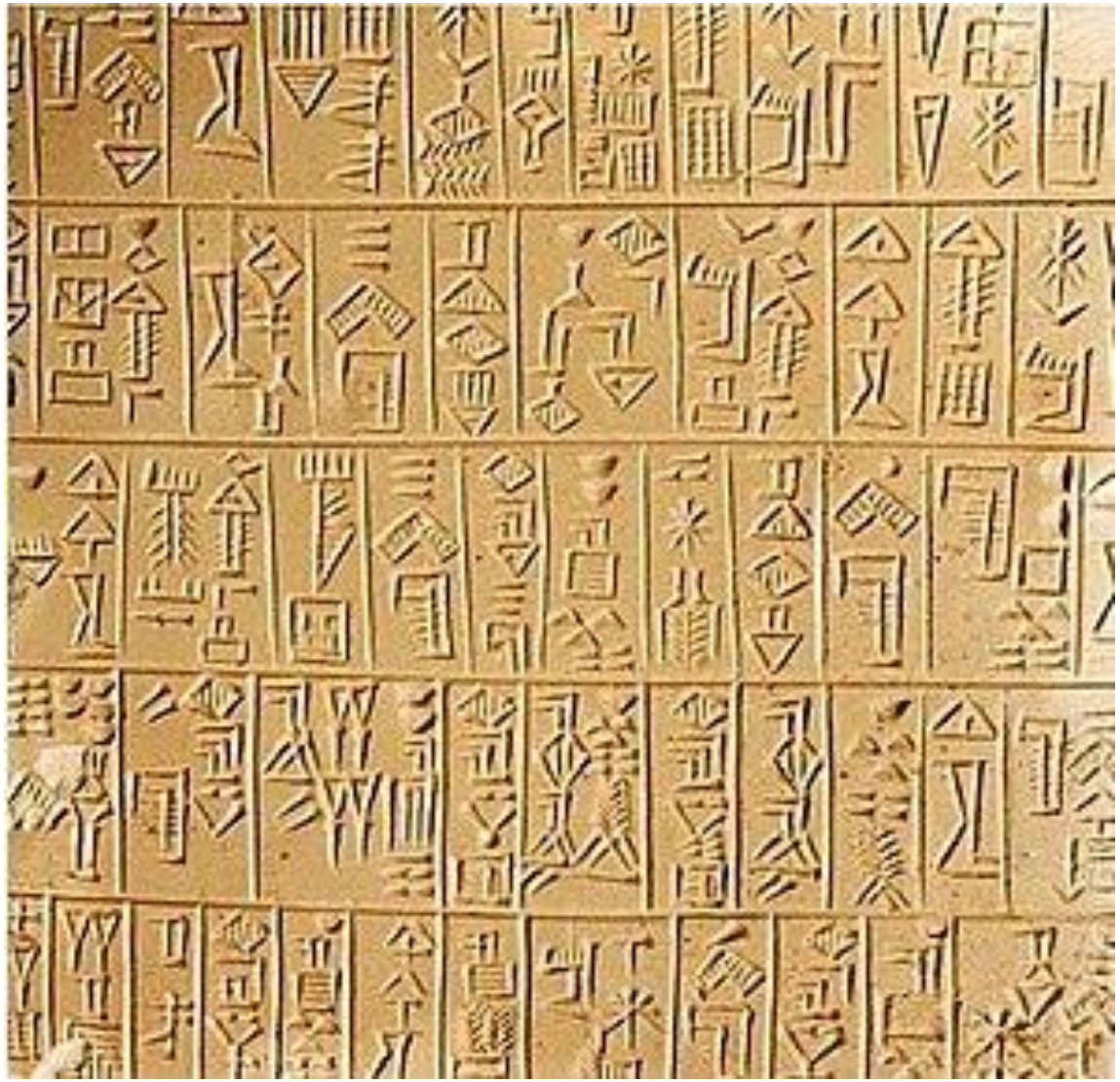

সুমেরীয় সভ্যতার অবদান

- কিউনিফর্ম (লিখন পদ্ধতি/অক্ষর ভিত্তিক বর্ণলিপি, V এর মত)
- চাকা আবিষ্কার
- জলঘড়ি
- চন্দ্রপঞ্জিকা

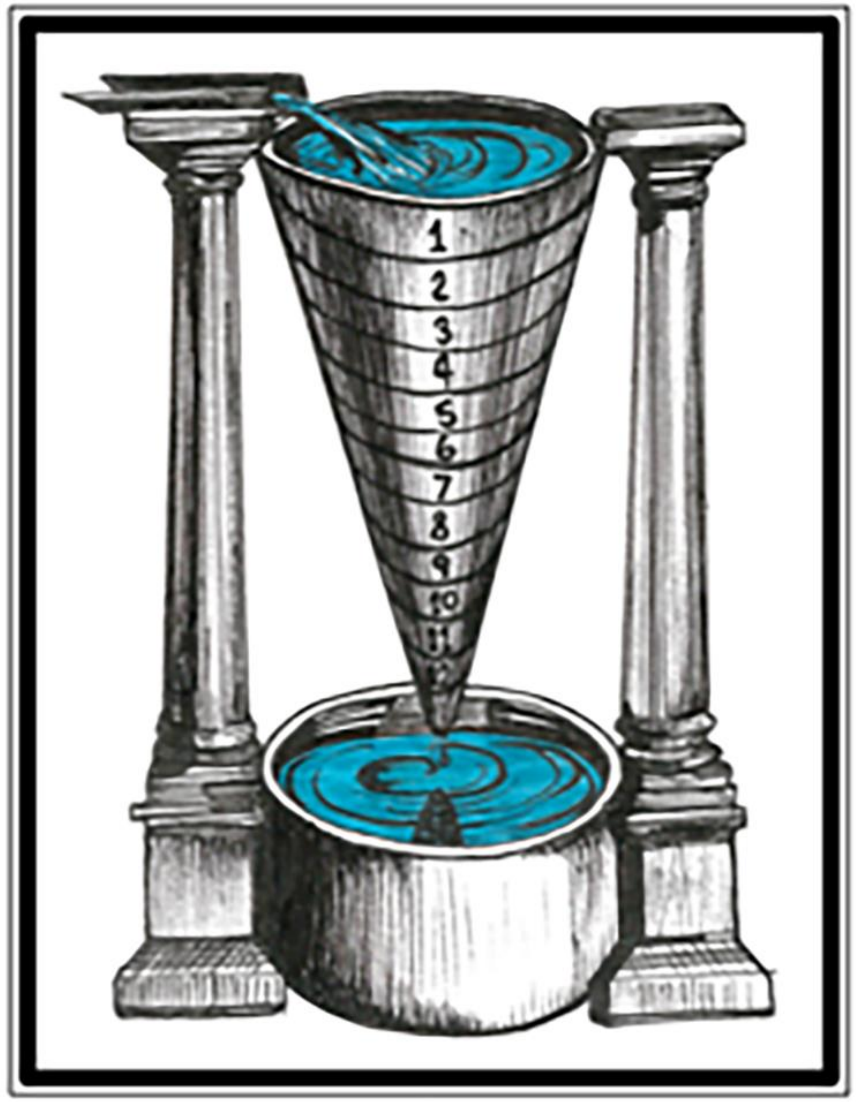

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- অবস্থান - ইরাক
- প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন হয়।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- অবস্থান – ইরাক
- সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের অ্যামোরাইট জাতি ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান আইনের ক্ষেত্রে।
- বিখ্যাত আইন সংকলক - হাম্মুরাবি

IF A MAN DESTROYS THE EYE OF ANOTHER MAN, THEY SHALL DESTROY HIS EYE

HAMMURABI

PICTUREQUOTES.com

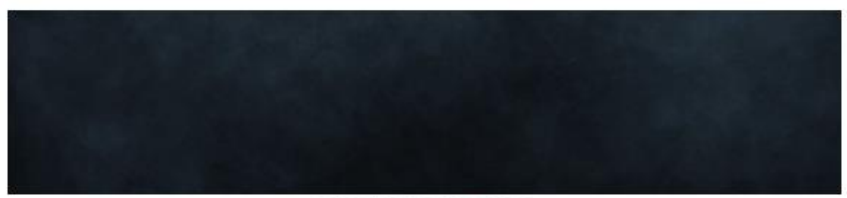

PICTUREQUOTES

The first duty of government is to protect the powerless from the powerful.

Hammurabi

WWW.STOREMYPIC.COM

গিলগামেশ

কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা

মহাকাব্য।

এসিরিয় সভ্যতা

- টাইগ্রিসে তীরে গড়ে উঠেছিল।
- আশুর নামের শহর ছিল এই সভ্যতায়।
- সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। (প্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার হয় এই সভ্যতায়)

এসিরিয় সভ্যতা

- বৃত্তকে প্রথম ৩৬০ ডিগ্রী তে ভাগ করে।
- প্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে।

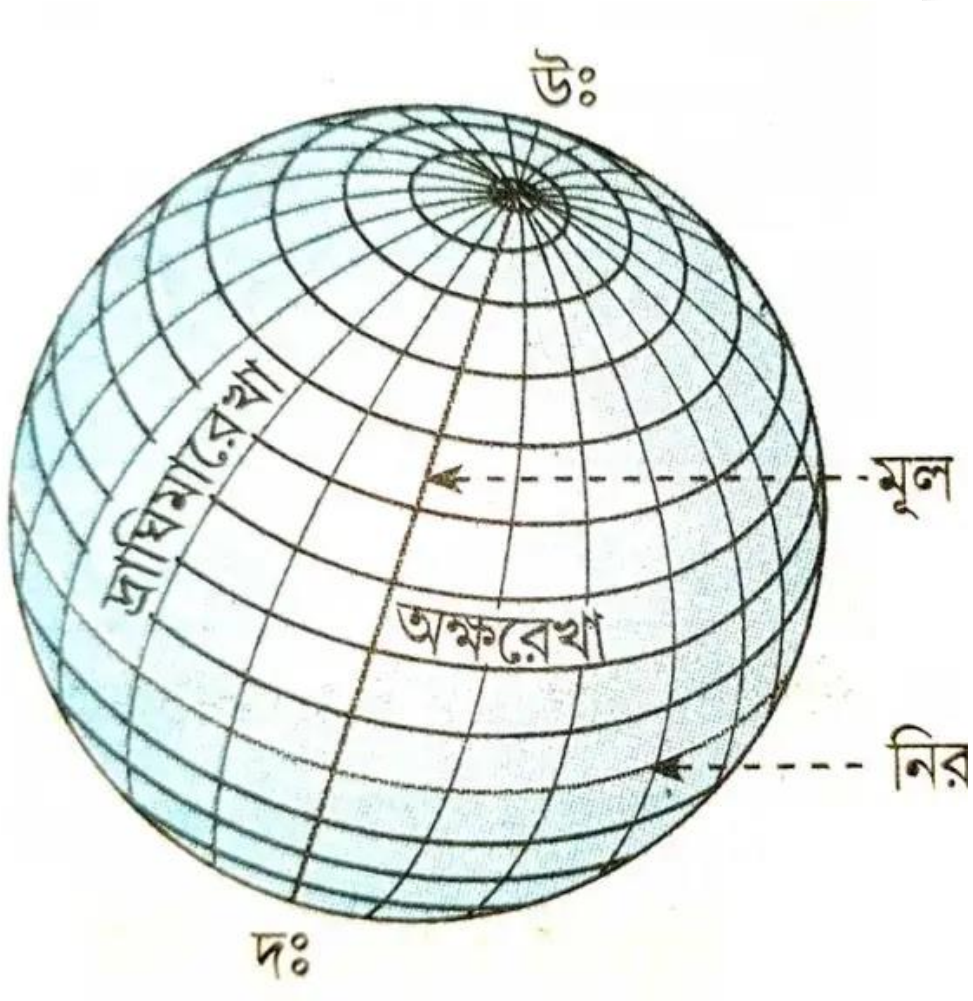

ক্যালডিয়

- নতুন ব্যাবলনীয় সভ্যতা বলা হয়।
- সপ্তাহ – ৭ দিনে ভাগ করে
- দিনকে ১২ জোড়া ঘন্টায় ভাগ করে।
- বছরের দৈর্ঘ বের করা হয়

- সম্রাট নেবুচাদনেজারের সম্রাজ্ঞী বাগান করতে পছন্দ করতেন । তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেওয়ালের উপর তৈরি করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা ‘ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত। ‘ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান' [The Hanging Garden of Babylon] প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

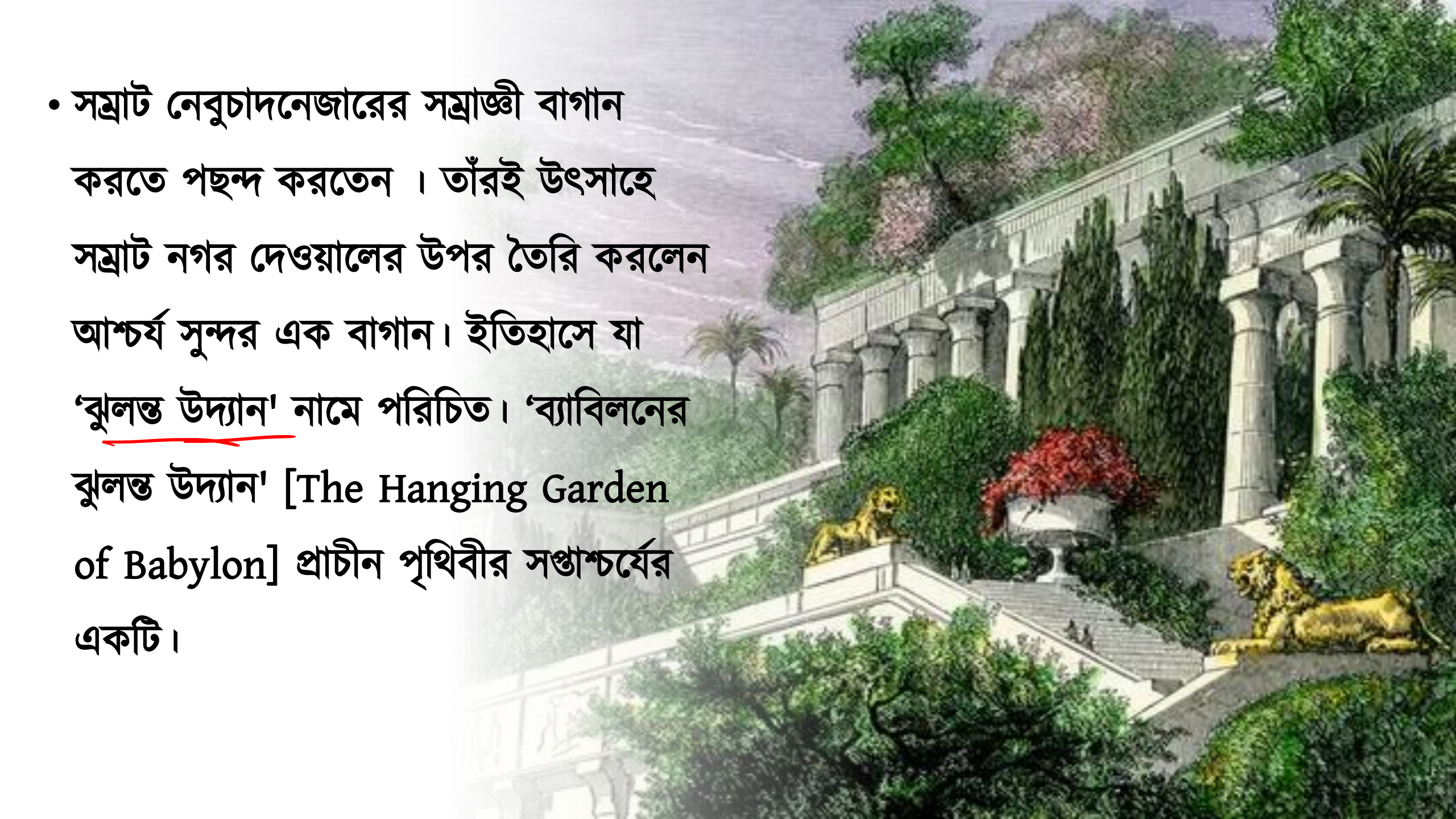

ফিনিশীয় সভ্যতা

- অবস্থান: লেবানন
- ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয় করত।
- জাহাজ নির্মাতা হিসেবে পরিচিত ছিল।

- বর্ণমালা উদ্ভাবন
- ২২ টি ব্যাঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করে।
- আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয়।

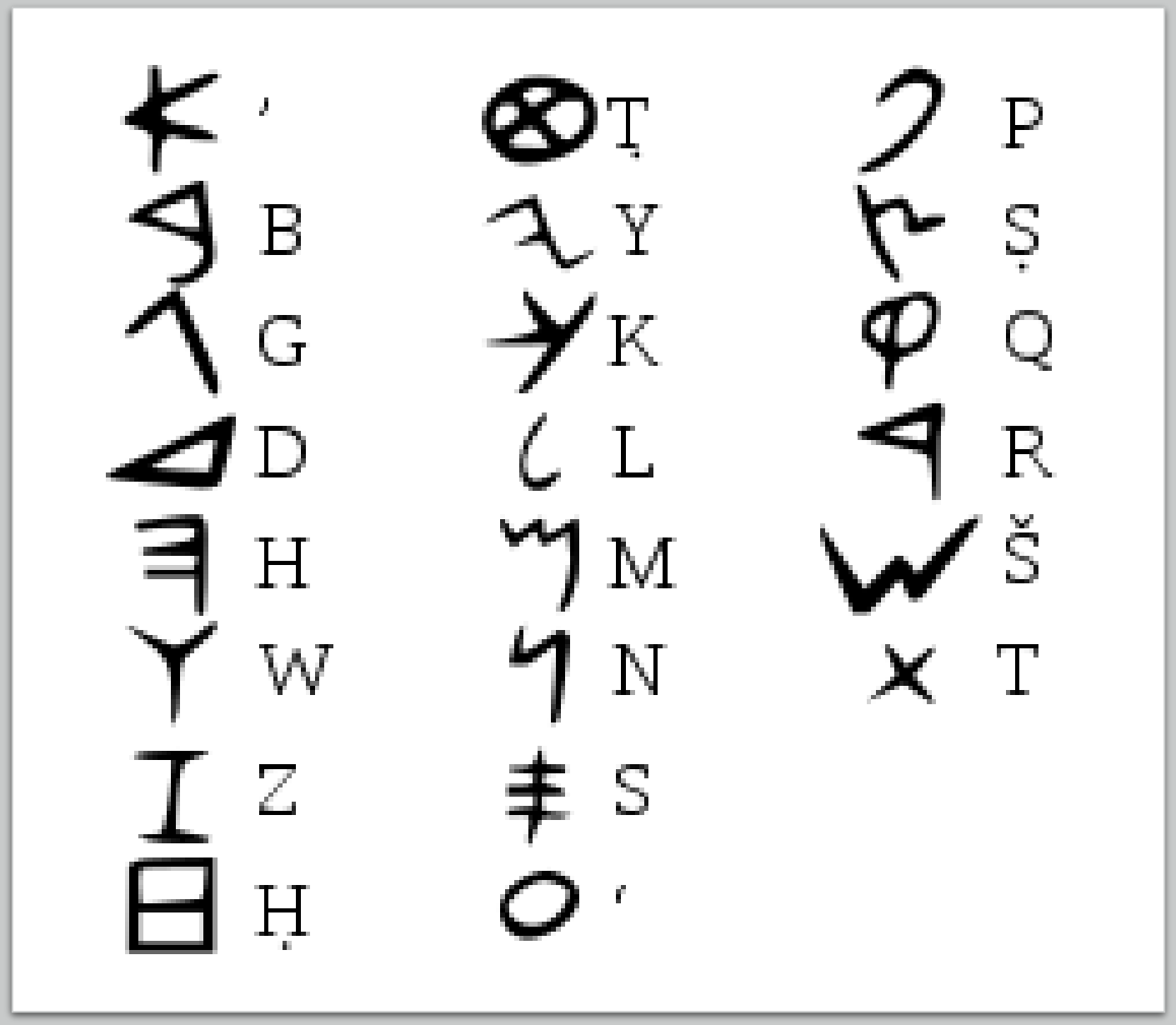

Question time

মেসোপটেমিয়া অর্থ কী?

দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল

GCC - Gulf Cooperation Council

৬ টি দেশ

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন

পারস্য উপসাগরীয় দেশ

GCC + ইরাক,

ইরান = ৮

আরব উপদ্বীপ

GCC +

ইয়েমেন

হরমুজ প্রণালী

যুক্ত করেছে: পারস্য উপসাগর + ওমান উপসাগর

বিভক্ত করেছে: আরব আমিরাত - ইরান

- **আরব বসন্ত:**

২০১০ সাল থেকে আরবের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রপন্থীদের যে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আরব বসন্ত বলে

শুরু হয় তিউনিশিয়াতে ১৮ ডিসেম্বর ২০১০

স্বৈরাচারী শাসক বেন আলীর দুঃশাসনের ফলে সেই দেশে বেকারত্বের হার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিবাদে **মোহাম্মদ বোয়াজিজি নামের** এক যুবক প্রকাশ্য রাস্তায় নিজের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহুতি দেয়।

Thank You